ভোরের কাগজ

06 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সেমিনারে বক্তাদের অভিমত

বয়ঃসন্ধিকালের বিপদ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষা দেওয়া উচিত

কাগজ প্রতিবেদক : বয়ঃসন্ধিকাল একটি বিপজ্জনক সময়। কিশোর-কিশোরী এবং অভিভাবকদের এ বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় জীবনের শুরুতেই কিশোর-কিশোরীরা নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

'বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কৌশল' শীর্ষক দুদিনব্যাপী এক সেমিনারের উদ্বোধনকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন একথা বলেন। অবসটেট্রিক্যাল এন্ড গাইনোকলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (ওজিএসবি) ও ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ (আইসিএমএইচ) বিয়াম মিলনায়তনে যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।

উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী বলেন, বয়ঃসন্ধিকালের বিপদ মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলো বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বে বিষয়টি এখনো অবহেলিত। তবে বর্তমান সরকার এ সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে।

বিশেষ অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম এ হাদী বলেন, বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলায় আমরা এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছি। এ সমস্যাটি মূলত মনস্তাত্ত্বিক ভীতির কারণে কিশোর-কিশোরীরা এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতে চায় না। তাই অভিভাবক, বিশেষ করে মাকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদকাসক্তি, যৌনরোগ, যৌননিপীড়নের শিকার হওয়া, স্কুলের পড়ালেখা ত্যাগ করা, বাড়ি থেকে পালানো, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ ইত্যাদি। এ সময়কার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার জন্য তিনি মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফজলুর রহমান বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে কিছু পদক্ষেপ হাতে নেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) প্রতিনিধি সুনীতি আচার্য বলেন, কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্কে নেতিবাচক অনেক কথাবার্তাই শোনা যায়। কিন্তু ইতিবাচক আলোচনার জন্য এ ধরনের সেমিনারের আয়োজন বিরল এবং প্রশংসার দাবিদার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিএমএইচের পরিচালক অধ্যাপক মোমিনুল হক। সভাপতিত্ব করেন ওজিএসবির উপদেষ্টা অধ্যাপক টি.এ চৌধুরী। আরো বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সাইবা আখতার, ড. ফজলুর রহমান, অধ্যাপক এ. বি ভূঁইয়া। কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে বক্তব্য রাখে সায়রা ও নাইমা শারমিন।